এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী

মীর নাছিরউদ্দিন

চট্টগ্রাম: মেয়র নির্বাচন

শক্তিশালী মহিউদ্দিন

বনাম

গ্রুপিং লবিং কোন্দলে জর্জরিত মীর নাছির

সুমি খান *চট্টগ্রাম থেকে*

আগামী ৯ মে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল ‘প্রেস্টিজ ইস্যু’ মনে করছে এই নির্বাচনকে। বর্তমান মেয়র চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিএনপি মহানগর সভাপতি ও প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিনের সঙ্গে। দীর্ঘদিনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব শেষে চারদলীয় জোট প্রার্থী মীর নাছির সম্প্রতি চূড়ান্ত হলেন এ পদে প্রার্থিতার লড়াইতে। জয়-পরাজয়ের দোলাচলে দুলছেন দুই প্রার্থী। দুই দলেই কোন্দল নিরসনে চলছে নানান প্রচেষ্টা। আ.লীগের কোন্দল ততেটা প্রকট দেখা না গেলেও ক্ষমতাসীন দল বিএনপির কোন্দল এবং জোটভুক্ত দলগুলোর বিরোধ এখনো স্পষ্ট। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জোটভুক্ত প্রধান দল জামায়াত, জাপা এবং ইসলামী ঐক্যজোটের হিসেব নিকেশের অঙ্কে প্রকাশ পেয়েছে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রকাশ্য রূপ। জামায়াত এবং ইসলামী ঐক্যজোট এই নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিশনার পদে প্রার্থিতা দাবি করছে। যা আগে কখনো হয়নি। সংকটে পড়েছে জোটভুক্ত প্রধান দল বিএনপি।

প্রগতিশীল জোট, সামাজিক সংগঠন, সংবাদপত্র হকার্স লীগ এবং সংবাদপত্র এজেন্ট সমূহ প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছে বর্তমান মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীকে। ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দলীয় প্রার্থিতার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন বিভিন্ন প্রচারণামূলক সমাবেশে উপস্থিত হয়ে আবার নিজেদের মধ্যে সংশয় প্রকাশ করছেন জোট প্রার্থী মীর নাছিরের আমজনতার কাছে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে। দলের ভেতরে বাইরে বারবার প্রশ্ন উঠছে প্রার্থী ব্যক্তি হিসেবে জনগণের কাছে যদি গ্রহণযোগ্য হোন তবেই জিতবেন। নয়তো জোটভুক্ত সকল নেতাকর্মীর প্রাণান্ত প্রয়াস কোনো সুফলই বয়ে আনবে না। এক কথায় মাঠ পর্যায়ে জোট প্রার্থী মীর নাছিরের অবস্থান ততোটা সুদৃঢ় মনে করছে না দলের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মী। অনেক সিনিয়রের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থান আদায় করে মীর নাছির দলের অনেক ওপর উঠে গেছেন। এতে ত্যাগী, সিনিয়াররা কেউ কেউ অবহেলিত হয়েছেন, কেউ আবার সুবিধাপ্রাপ্ত নব্য নেতাদের অশোভন আচরণে আহত হয়েছেন। দাগ কেটেছে মনের গভীরে। আশাহত মন নিয়ে আবার হয়তো আশায় বুক বেঁধেছেন।

স্থানীয়ভাবে এলাকার এবং দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সাংসদ এবং মন্ত্রীদের অবস্থান ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত। সাম্প্রতিক সময়ে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান চট্টগ্রাম এবং সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করলেও মাঠ পর্যায়ের তেমন প্রভাব পড়েনি বলে জানা যায়। সংকট

নিরসনে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ এখনো গৃহীত হয়নি। সংকট হয়েছে গভীর থেকে গভীরতর।

দলীয় গ্রুপিং লবিংয়ে জর্জরিত মীর নাছির

হাটহাজারী এলাকার সন্তান মীর নাছির তার ছাত্রজীবন এবং আইনজীবী হিসেবে পেশাগত জীবনে কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। চট্টগ্রাম আদালত ভবনে তখন বর্তমান মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান সাংগঠনিক প্রচারণায় ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্র ধরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। দলের জন্যে কর্মী সংগঠনের খোঁজে তার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। আইনজীবী বন্ধুদের সূত্রে মীর নাছিরের সঙ্গে সরাসরি দলীয় কর্মকান্ডে যুক্ত হাবার নিশ্চয়তা নিয়ে সংযোগ ঘটে এবং উত্তর জেলা বিএনপি'র সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। এতে মর্মাহত হন দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বিএনপি নেতা নির্ভেজাল, নিরীহ রাজনৈতিক সংগঠকদের কেউ কেউ। এভাবেই শুরু এবং এক পর্যায়ে '৯৭তে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সভাপতি পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন মীর নাছির- কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড যে পদে আবদুল্লাহ আল নোমানকে চূড়ান্ত করেছিলেন। সম্মেলনের আগ মুহূর্তে আবদুল্লাহ আল নোমান জানলেন, তিনি সভাপতি হচ্ছেন না, চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সভাপতি হচ্ছেন মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন। দলের হাইকমান্ডের নির্দেশে মীর নাছির চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি হলেন। ৮ম সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১০ আসনের প্রার্থিতা নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্বে হেরে যান মীর নাছির। নির্বাচনী সমাবেশে স্বয়ং চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া উপস্থিত হবার জন্যে প্রার্থী আবদুল্লাহ আল নোমানের সপক্ষে প্রচারণায় নেতৃত্ব দিলেও মীর নাছির এ সমাবেশে উপস্থিত হলেন না। বাস্তবে বিপরীত অবস্থানে দাঁড় করালেন নিজেকে। দলের ভেতরেই এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। চট্টগ্রাম ৮,৯,১০- এই তিন সংসদীয় এলাকার তিন সাংসদ এবং মন্ত্রী- আমীর খসরু, এম মোর্শেদ খান এবং আবদুল্লাহ আল নোমানের নির্বাচনী প্রচারণায় মীর নাছির নিজে যেমন উপস্থিত হননি, নিজের নির্বাচনী প্রচারণাতেও স্ব-উদ্যোগী হয়ে এদের আনছেন না। হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনে অনেক নেতা, সাংসদ উপস্থিতি হচ্ছেন মীর নাছির নির্বাচনী প্রচারণায়, ঘোষণাও দিচ্ছেন জোট প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্যে জনগণের সহযোগিতা চেয়ে। নেতা-কর্মীরা এই কর্মকান্ড এসব মন্ত্রী- সাংসদদের 'সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে উদারতা' বলেই মনে করছে। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক

আব্দুল্লাহ আল নোমান

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

বিএনপি নেতা গত ২৭ মার্চ দুপুরে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা এই নির্বাচনে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবো না। মীর নাছির হেরে গেলে আমাদের দায়ী করবে।

২৮ মার্চ বিকেলে এনেসেল ম্যানশনের মীর নাছিরের নির্বাচনী কার্যালয়ের পেছনে ৪১ ওয়ার্ড বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন মেয়র পদপ্রার্থী মীর নাছির বললেন, 'আপনাদের ডেকেছি ৩০ মার্চ লালদীঘির ময়দানে চারদলীয় ঐক্যজোট মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থীর সমর্থনে শো-ডাউন করার জন্যে। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে চট্টগ্রামকে অপশক্তি মুক্ত করতে পারবো। আমাদের নেটওয়ার্ক কতো শক্তিশালী হয়ে গেছে- বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডের আওতায় সর্বোচ্চ ১৯টি কেন্দ্র পরোক্ষ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে থানা কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক। ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে মার্কিং করবেন কোনটি মৃত ব্যক্তি, কোনটি বিরোধী দলের। প্রতিদিন সকালে এটা করবেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পনা নিয়ে নির্বাচন করতে চাই। ৩০ মার্চ বুধবার কোতোয়ালি থানা থেকে আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তি মেয়রের চেয়ারে বসবে। কেউ একটি আঙ্গুল দেখালে একসঙ্গে ৫টি আঙ্গুল দেখাবেন। শুধু এনেসেল ম্যানশনে খবর দেবেন ২০ মাইক্রোবাস গিয়ে সব তছনছ করে দেবে। গুন্ডামির সঙ্গে তাবলিগি করে লাভ নেই- গুন্ডামিই করতে হবে। আমি শুনেছি কিছু ঘটনা ঘটেছে।'

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের অনুরোধ জানালে মীর নাছির হেসে জানতে চাইলেন কোন চ্যানেল?' পত্রিকা শুনে বললেন, 'ভীষণ ব্যস্ত।' বসে থাকতে হলো। ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদককে ডাকা হলো। টাকার বান্ডিলের প্যাকেট নিয়ে বসলেন মীর নাছির। ১ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত একেককে দেয়া হলো। এবার ক্ষুব্ধ স্বরে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রশ্ন জানতে চাইলেন।

সাপ্তাহিক ২০০০ : নির্বাচনের প্রস্তুতি কতোটা?

মীর নাছির : যেমন দেখছেন সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি নিচ্ছি।

২০০০ : আপনি তো মেয়র ছিলেন, গতবারের নির্বাচন বয়কট করেছেন, এবারের নির্বাচনকে কিভাবে দেখছেন?

মীর নাছির : গতবার নির্বাচন প্রতিহত করেছি। এবারের নির্বাচন চট্টগ্রাম মহানগরকে 'অপশক্তি' মুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছে।

২০০০ : দলের কোন্দলকে কিভাবে দেখছেন?

মীর নাছির : আমাদের কোনো কোন্দল নেই। অপপ্রচার ছিল। ঐক্যবদ্ধভাবেই কাজ করছে নেতা-কর্মীরা।

২০০০ : আপনার কোনো নির্বাচনী বাজেট আছে কি?

মীর নাছির : কোনো বাজেট নেই। আমরা নেতা-কর্মীরাই চালিয়ে নেবে যা লাগে।

২০০০ : আপনি একটু আগে সমাবেশে বললেন, গুন্ডামীকে গুন্ডামী দিয়ে প্রতিহত করার জন্যে আক্রমণের কিছু ঘটনা ঘটেছে বললেন। কী ঘটনা ঘটেছে একটু বলবেন?

মীর নাছির : আক্রমণের কোনো ঘটনা এখন পর্যন্ত ঘটেনি। কেউ থাপ্পড় মারলে সহ্য করবো নাকি? গুন্ডামী তো করতেই হবে তখন। আমরা এমনি শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

২০০০ : প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিভাবে দেখছেন?

মীর নাছির : প্রতিদ্বন্দ্বী সবসময় প্রতিদ্বন্দ্বীই।

২০০০ : ধন্যবাদ। আপনাকে ব্যস্ত সময়ে সাপ্তাহিক ২০০০কে সময় দেয়ার জন্যে।

আবার ব্যস্ত হয়ে গেলেন মেয়র পদপ্রার্থী প্রতিমন্ত্রী মীর নাছিরউদ্দিন।

মহিউদ্দিন চৌধুরী: ভিত বেশ শক্ত

আওয়ামী লীগ মহানগর সাধারণ সম্পাদক বর্তমান মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন

চৌধুরী তৃতীয়বারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এ পদে। এবার তাকে সমর্থন দিচ্ছে সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল। জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম সচিব এবং অধ্যাপক আবু ইউসুফ আলম সদস্য সচিব হয়ে গঠন করেছেন 'নাগরিক কমিটি।' চলছে ব্যাপক প্রচারণা, সমাবেশ। সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি হলেন গত ২৩ মার্চ বুধবার বিকেলে। সেদিন দিনব্যাপী সিটি কর্পোরেশন সাধারণ সভায় বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্যে। নির্বাচন সামনে রেখে প্রস্তুতি এবং কর্মকান্ডের খোলামেলা আলোচনায় উঠে এসেছে বিভিন্ন বিষয়।

সাপ্তাহিক ২০০০ : নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে কতোটা প্রস্তুত মনে করছেন নিজেকে? প্রতিপক্ষকে কিভাবে দেখছেন?

মেয়র মহিউদ্দিন : নির্বাচনে প্রতিপক্ষ কে আমার বিষয় নয়। আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি- প্রতিপক্ষ কী স্ট্যাটেজি নেবে সেটা তার ব্যাপার। তবে ব্যালটের বাইরে কোনো অপচেষ্টা করে বৈতরণী পার হতে পারবে না। আমার প্রস্তুতি যথেষ্ট। আপ্রাণ চেষ্টা করবো ব্যালট যুদ্ধে জয়ী হবার। নগরীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণমুখী প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যে কারণে আমার বিশ্বাস আসন্ন নির্বাচনে কেবল আওয়ামী লীগ নয়, সকল দল, মতের জনগণের রায় আমার পক্ষে যাবে। এমনকি বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরাও আমাকেই ভোট দেবে। গত দশ বছর জনগণের জন্যে আমার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্বাস অর্জন করেছি। অতীতের মতো এবারও আমার পাশে চট্টগ্রামের জনগণ থাকবে। তাছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে আমি কোনো দুর্নীতি করিনি। নিজের জন্য আলিশান বাড়ি করিনি। অতি সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে আমার প্রিয় এই নগরীর জন্য কাজ করে গেছি।

২০০০ : তবে কি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ে কোনো ব্যর্থতা ছিল মনে করছেন?

মহিউদ্দিন : একজন প্রার্থী তার যোগ্যতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আমি বলতে চাই না কিছু। তবু কিছু বিষয় আছে। বিগত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি জয়ী হবার পর অন্যান্য প্রার্থীদের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাতে যাই। তখন নাছির সাহেব অশালীন আচরণ করেন আমার সঙ্গে। 'বাচ্চা ছেলে' অনেক কিছু করে, আমি ভুলে গেছি ওসব ভবিষ্যতে শুধরে নেবে মনে করে। তিনি পরবর্তীতে একের পর এক অন্যায় দুর্নীতি করে গেছেন। সিটি কর্পোরেশনের কোন্ মেয়র ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে দৈনিক ২৫ হাজার টাকা জমিয়েছেন আমার কাছে ফাইল আছে। কোনোদিন কিছু বলিনি। প্রয়োজনে প্রমাণসহ বলার সুযোগ রয়েছে। এসব আলিশান বাড়ি-গাড়ি কোত্থেকে আসে- জনগণকে জবাব দিতে হবে একদিন।

২০০০ : আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির চারটি মামলা হয়েছে। নালা ভরাট করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভিযোগ...

মহিউদ্দিন : দুর্নীতির মামলা এখনো চলছে। বললাম তো, 'বাচ্চা ছেলে' কতো কিছু করে। নাছির সাহেবের বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির ফাইল আমার কাছে আছে। আমি মামলা দেইনি, ইচ্ছে করলে অনেক মামলা দিতে পারতাম। এসব পরশ্রীকাতরতা, সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা বলে না। অবৈধ টাকার হিসাব ধরে আমিও তার বিরুদ্ধে এখনই মামলা করতে পারি। বিশাল অট্টালিকায় বসবাস করছেন সাবেক মেয়র, দুর্নীতি ছাড়া নিশ্চয়ই সম্ভব না!

২০০০ : গতবারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আপনি কতোটা বাস্তবায়ন করেছেন? কী সফলতা আর ব্যর্থতা আছে বলে মনে করছেন?

মহিউদ্দিন : একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির জবাবদিহিতা থাকতে হবে। আন্তরিক থাকতে হবে তার দায়বদ্ধতার প্রতি। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে চট্টগ্রাম সমৃদ্ধ। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অভাবে, পরিকল্পনা না থাকায় এবং সমন্বয়হীনতার কারণে এ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। ২৫ কোটি টাকা ঋণ ছিল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব যখন আমি নিই। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাংক থেকে ঋণ দিয়ে বেতন দেয়া হতো। আমি দায়িত্ব নিয়ে আয়বর্ধক প্রকল্প হাতে নিয়ে ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছি এ সিটি কর্পোরেশনকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য,

এক নজরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

* ৪১টি ওয়ার্ডে ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৩১৮ ভোটার
* সম্পূরক ভোটার ৪৪,৫৫৯ জন
* পোলিং এজেন্ট কমপক্ষে ১১,০০০ প্রয়োজন। ২০০০ সালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ৬০০০
* পোলিং এজেন্ট প্রয়োজন থাকলেও বাস্তবে এর চেয়ে অনেক কম ছিল। তৎকালীন বিরোধী দল বিএনপি বয়কট করাতে একপক্ষ নির্বাচন হয়েছে। এবার দ্বিপক্ষীয় নির্বাচনে লোকবল অত্যন্ত জরুরি মনে করছে নির্বাচনী কর্মকর্তাবৃন্দ।
* নির্বাচনী কেন্দ্র এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ১৫০০ ভোটারের জন্যে একটি কেন্দ্র। এক্ষেত্রে ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৩১৮ ভোটারের জন্যে ৮০০'র বেশি ভোট কেন্দ্র প্রয়োজন। ২০০০ সালের মাত্র ৩৫৫টি ভোট কেন্দ্র থেকে এবার আটশ'র মতো কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে।
* নতুন ভোটার হতে গেলে বয়সের প্রমাণ দিতে এলাকার কমিশনারের সার্টিফিকেট জরুরি নয়। স্কুল সার্টিফিকেট বা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়েও ভোটার হওয়া সম্ভব। এতে ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থেকেছে ভোটার। এটা বরাবরই ছিল, তবু এবার কেউ কেউ প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছিলেন- ওয়ার্ড কমিশনারের স্বাক্ষর ছাড়া ভোটার কিভাবে হলো?
* এবার প্রতিটি তালিকাভুক্ত কেন্দ্র উপনির্বাচন কমিশনার বিশ্বাস লুৎফর রহমান সরেজমিন পরিদর্শন করে চূড়ান্ত করেছেন। ওয়ার্ড কমিশনারদের দেয়া তালিকায় ভুল পাওয়া যায়নি বলে সূত্রে প্রকাশ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এবার কেন্দ্র সংক্রান্ত কিছুতে কোনো প্রার্থীর পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো তদ্বির অথবা অভিযোগ আসেনি।

চট্টগ্রামের সহকারী নির্বাচন কর্মকর্তা মাহবুব কবীর সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'নির্বাচন কমিশনের যা নির্দেশ আমরা তাই পালন করবো। কঠোর তত্ত্বাবধান এবং যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সম্পূরক ৪৪ হাজার ৫৫৯ ভোটার চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি ওয়ার্ডে ৪১ হাজার লোক তো স্বাভাবিকভাবেই ৫ বছরে নতুন এসেছে। যথেষ্ট যাচাই বাছাই করা হয়েছে ভোটার হিসেবে যোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে'। নিরাপত্তা প্রশ্নে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সেদিন ৯ মে দেশের একমাত্র নির্বাচন, ছুটির দিন। সরকার নিশ্চয়ই কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। দ্বিপক্ষীয় নির্বাচন এবার। দু'পক্ষের সমান আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, আশাবাদ, বিশাল নিরাপত্তা বাহিনী নিঃসন্দেহে প্রয়োজন সুযোগও আছে। আমরা আশাবাদী সুস্থ, সুন্দর পরিবেশে নিশ্চিত নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে'।

জনকল্যাণমূলক ২৮টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২২টি সফল বাস্তবায়ন হয়েছে, ৬টি হয়নি সরকারি অসহযোগিতার কারণে। নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, কলেজ হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো সিটি কর্পোরেশন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কৃতিত্বের সঙ্গে এখান থেকে ছাত্রছাত্রী পাস করে নানা পেশায় ছড়িয়ে পড়ছে। মেধার বিকাশ হচ্ছে। ৫টি মেটারনিটি হাসপাতাল হয়েছে, শপিং মার্কেট করেছি। বিওটি ভিত্তিতে চট্টগ্রামে ফ্লাইওভার নির্মাণে জাপানি সহযোগিতা নিশ্চিত হয়েছিল। সরকার অনুমোদন না দেয়ায় তা হয়নি।

২০০০ : আমরা জানি আপনার ওয়ার্ড কমিশনারদের মধ্যে কয়েকজন সন্ত্রাসী অভিযুক্ত এবং সাজাপ্রাপ্ত। এবার কমিশনার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনি কি এ ব্যাপারে সতর্ক হবেন?

মহিউদ্দিন : ওয়ার্ড কমিশনারের ব্যাপারে আমি ডিক্টেট করি না, করা ঠিক না। বিশ্বাস করি না। দলের কেউ প্রার্থিতা দাবি করতে পারে, তাদের চারিত্রিক যোগ্যতা যাচাই করে নির্বাচন কমিশন। এখনো আমার ৪ জন ওয়ার্ড কমিশনার বিএনপির। এদের এলাকায় অন্য ওয়ার্ডের সমপরিমাণ বরাদ্দ এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড হয়েছে, কোনো বৈষম্য আমি করিনি। আগামীতেও স্বাধীনভাবে ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত করবে এলাকার জনগণ আমি হস্তক্ষেপ কখনো করিনি, করবোও না।

২০০০ : সিটি কর্পোরেশনের ৫০টি বিদ্যালয়, ৪১০টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, সনাতন ধর্মের টোল পরিচালনায় বরাবরই যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। তদ্বির আপনি শোনেননি কখনো- এমন বক্তব্য আপনি সমর্থন করেন কি?

মহিউদ্দিন : আমি আমার দায়িত্বে নিরপেক্ষ থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। শিক্ষক, চিকিৎসক নিয়োগে কমিটি রয়েছে। তারা নির্ধারণ করে। আমি উপস্থিত থেকে সঠিকভাবে হচ্ছে কি না পর্যবেক্ষণ করি মাত্র।

২০০০ : আপনার ভাইপো সম্প্রতি বেতন বাড়ানোর আবেদন করায় আপনি তাকে অব্যাহতির সুপারিশ করেছেন, কেন?

মহিউদ্দিন : (হাতে চিঠির কপি দেখিয়ে) আমি ঐ চিঠিতে স্পষ্ট লিখে দিয়েছি। 'চাকরি থেকে বিদায় দিন।' তার যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন পাচ্ছেন, সবার বাড়লে তারও বাড়বে। আবেদনের কী আছে? সম্প্রতি ২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দুর্নীতির দায়ে আমি অব্যাহতি দিয়েছি। তদবির করে কোনো দুর্বলতা থাকলে। সৎলোক কখনো তদবির করতে আসে না। তাই আমি তদবিরকারীর প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই গ্রহণ করি।

২০০০ : নির্বাচনে পরাজিত হলে মেনে নেবেন কি?

মহিউদ্দিন : সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জেতার আশা রাখি। তবু পরাজিত হলে অবশ্যই মেনে নেবো। নির্বাচনে জয়-পরাজয় তো থাকবেই। নোমানের সঙ্গে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১০১৩ ভোটে পরাজয় বরণের পর প্রথম বিবৃতি দিয়ে আমিই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছি। সুতরাং আমার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে উদারতা দেখাতে দ্বিধা করবো না। তবে কোনো কারচুপি নীরবে মেনে নেবো না। আমি জন্ম নিতে নাকি তিন দিন সময় নিয়েছি। আমার মা তিন দিন কষ্ট পাওয়ায় আমাকে মধু খাওয়াননি। তাই আমি মধুর কথায় মুগ্ধ করতে পারি না। তবু সবাই বিশ্বাস করে আমাকে জয়ী হিসেবে দেখবে। জনগণের আস্থাই আমার একমাত্র শক্তি।

"মীর নাছির 'দুলা', আমরা বরযাত্রী" সাকাচৌ

গত ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় নাসিমন ভবনে বিএনপির নগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আয়োজিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সাকাচৌ বলেন, "মীর নাছির হচ্ছে 'দুলা' (বর) আর আমরা সবাই বরযাত্রী"। 'দুলা'র কোনো কাজ নেই- আমরা যারা বরযাত্রী একসঙ্গে কাজ করে তার জয় নিশ্চিত করবো। বর্তমান মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীকে 'কালু সওদাগর' অভিহিত করে বললেন, 'কালু সওদাগর'কে বয়কট করুন, তবেই নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। 'হাত কাটা কালো কোর্টে'র ভরাডুবি হবে। বিদেশী মেমসাহেব কেন আসছে মেয়রের কাছে- আমাদের বুঝতে হবে। এটা ভালো লক্ষণ নয়।' এই সমাবেশে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, জোট সমর্থিত মেয়র প্রার্থী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, হুইপ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এমপি, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, নগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দস্তগীর চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপি সভাপতি গোলাম আকবর খোন্দকার। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কমিশনার মনোনয়ন নিয়ে এখনো দ্বন্দ্বে রয়েছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত, জাপা, ইসলামী ঐক্যজোট। মেয়র পদে প্রার্থীরা জোটের মনোনয়ন পেলেও কমিশনার প্রশ্নে সংকট রয়েই গেছে। জামায়াত ১২টি পদে কমিশনার দাবি করছে। ৮টি ওয়ার্ডের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা জোটের প্রধান শরিক বিএনপিকে জানিয়েছে। চান্দগাঁও, ষোলশহর, কক্সবাজার, জামালখান, পূর্ব মাদারবাড়ী, উত্তর পাহাড়তলী, উত্তর আগ্রাবাদ, উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ডের প্রার্থী তালিকা জানানো হলেও বিএনপি সর্বোচ্চ ৬টি আসনে জামায়াতকে ছাড় দেয়ার কথা ভাবছে বলে সূত্রে প্রকাশ। অন্যদিকে ইসলামী ঐক্যজোট এবং বিজেপির দাবি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

এ ব্যাপারে ইসলামী ঐক্যজোটের চট্টগ্রামের আহ্বায়ক মাওলানা ইকবাল বিন ইয়াকুব গত ২৬ মার্চ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, চট্টগ্রামে দলের অবস্থান জোটের অন্য শরিক জাপার চেয়ে ৯৯% ভালো। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রার্থীতা দাবি করার ক্ষমতা আমাদের আছে। কেন্দ্রীয় নির্দেশে আমরা জোট প্রার্থী মীর নাছিরকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছি। তবে গত সংসদ নির্বাচনের আগে জোট গঠনের সময় বিএনপির প্রতিশ্রুতি তারা রাখেনি। চারদলীয় জোটের দুটি দল বিএনপি এবং জামায়াত সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও আমিনী সাহেবের প্রতি, আমাদের ইসলামী ঐক্যজোটের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। ইসলামের পক্ষে বিএনপি কাজ না করলে জোট ভেঙে গেলেও আমরা কাজ করে যাবো। বিএনপি বলেছিল ইসলামবিরোধী কোনো আইন করবে না। আওয়ামী লীগের ফতোয়া বিরোধী আইন বিএনপি বাতিল করবে বলেও করেনি। এ নির্বাচনে আমরা কমিশনার প্রার্থী হিসেবে আমাদের নগর কমিটির সদস্য আলহাজ নূরুল আলম চৌধুরীকে পাথরঘাটা ওয়ার্ডে এবং আহসান উল্লাহকে শুলকবহর ওয়ার্ডে চূড়ান্ত করেছি। এরা সহ ৫ জন কমিশনার প্রার্থী দেবো কমপক্ষে। জোটকে এটা মানতেই হবে। না হয় কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে আমরা ব্যবস্থা নেবো।

জামায়াত সমর্থিত কমিশনার প্রার্থী তালিকা নিয়ে গত ২৭ মার্চ মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমানের সমর্থন চেয়ে মিটিংয়ে বসে। ১ ঘন্টাব্যাপী এই মিটিংয়ে আব্দুল্লাহ আল নোমান জামায়াতের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত বিএনপির নগর সভাপতি মীর নাছিরের ওপর ছেড়ে দেন। উল্লেখ্য, আব্দুল্লাহ আল নোমান ২৬ মার্চ বিকেলে নগরীর ডিসি হিলের সমাবেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করার ঘোষণা দেন।

পশুসম্পদমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান

ডিসি হিলে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে বললেন, 'বড় বড় রাজনৈতিক দলে গ্রুপিং আছে, থাকবে। নমিনীকে জিতিয়ে আনার চেষ্টা আমাদের

আছে, থাকবে।' মীর নাছিরের জয়ের ব্যাপারে মন্ত্রী নোমান বললেন, 'যে প্রার্থী জনগণের মধ্যে যতোটা সুদৃঢ় অবস্থান রাখে সে জিতে। এ ক্ষেত্রে জনগণ নির্ধারণ করবে কে জিতবে। আমি জাতীয় নেতার ভূমিকা পালন করছি। শুধু চট্টগ্রামে কাজ করলে তো হচ্ছে না। আমি শুধু চট্টগ্রামের নেতা নই।' গত ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় নাসিমন ভবনে বিএনপি মহানগর, উত্তর জেলা ও দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে আয়োজিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন সাকা চৌধুরী। আমীর খসরু এমপি উপস্থিত থাকলেও নোমান উপস্থিত ছিলেন না। মোর্শেদ খানও উপস্থিত ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে নোমান বলেন, 'আমি তখন কুষ্টিয়া ছিলাম, তা না হলে অবশ্যই এ সমাবেশে উপস্থিত থাকতাম। দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক প্রচারণা আমরা চালাচ্ছি। কমিশনার প্রার্থী প্রসঙ্গে দলের মনোনয়নই সব বলে জানালেন।

কথা হলো সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এমপি'র সঙ্গে

সাপ্তাহিক ২০০০ : আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রস্তুতি কতোটা মনে করছেন?

আমীর খসরু : প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে যার যার মতো।

২০০০ : দলের গ্রুপিংকে কোনো সমস্যা মনে করছেন কি?

আমীর খসরু : গ্রুপিং থাকলেও ভোটের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। যাকে দল এবং জোট সমর্থন দেবে তাকে মেনে নেয়াই রাজনীতির প্রাথমিক শিক্ষা। দলে ডিসিপ্লিন মানার সংস্কৃতি এবং কর্মকান্ড সবাইকে মানতে হবে। দলে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। এখন রাজনৈতিক দলগুলোতে এসব চর্চা হচ্ছে এটা ভালো লক্ষণ।

২০০০ : কমিশনার নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'সন্ত্রাসী' পরিচয় কতোটা গণ্য করবেন?

আমীর খসরু : আমরা বিএনপির মেজরিটি সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। নীরব-সরব চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। কোনো সন্ত্রাসী কমিশনারকে নমিনেশন দেয়া যাবে না।

২০০০ : নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে জেলার আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থেকে আপনি কী ভাবছেন?

আমীর খসরু : এটা পুরোপুরি প্রশাসনের ব্যাপার, আমার কোনো ভূমিকাই নেই। তবে এটা বলতে পারি, জাতীয় নির্বাচন যেমন হয় তেমনই হবে, কোনো মাস্তানির সুযোগ দেয়া হবে না।

২০০০ : এই নির্বাচনকে ঘিরে 'প্রচুর টাকার খেলা' হচ্ছে সবাই জানে। আপনি কী বলেন?

আমীর খসরু : (হেসে) তাই নাকি? নির্বাচনে টাকার খেলা দেখিয়ে কেউ তেমন লাভবান হয়নি কখনো। টাকার একটা রোল আছে। থাকতে পারে। তবে লাখ লাখ ভোটারের মনে প্রার্থীর জায়গা থাকতে হবে। ১৩ লাখের মধ্যে ৩০০ ভোটার কেনা যায়, লক্ষ ভোট কেনা যায় না। প্রার্থীরা যা কিছুই ব্যয় করুক- শাড়ি, লুঙ্গি সব হয়তো নেবে, ভোট কিন্তু জায়গা মতোই দেবে। সব নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলছি অনেক শিক্ষিত দেশের চেয়ে বাংলাদেশের লোকদের ভোটের বিবেচনা অনেক ভালো।

২০০০ : নির্বাচনের ফলাফল পজেটিভ না হলে বিষয়টা কিভাবে নেবেন?

আমীর খসরু : সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক হবে। দেশের জন্য এই নির্বাচনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি আমরা। ফলাফল কী হয় দেখা যাক তখনই বলা যাবে কী করা হবে।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চিত হবে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি- এমন আশ্বাস পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম নির্বাচন অফিস থেকে। রাজনৈতিক সহনশীলতার বাস্তব চিত্রের বড়ই অভাব। এই নির্বাচনকে ঘিরে প্রতিটি দল অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি। জামায়াতের ক্ষমতায়ন এগিয়ে যাবে আরো একধাপ, যদি মীর নাছিরের সমর্থনে জামায়াত মনোনীত ওয়ার্ড কমিশনার প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়। বিএনপির ২৫ মার্চের সমাবেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান উপস্থিত হননি। একই সময়ে নাসিমন ভবনের ২০ গজ দূরত্বে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে তিনি দিনব্যাপী থাইমেলার উদ্বোধন করলেন তিনি। দলীয় প্রার্থীর প্রতি যতোই সমর্থন দেখাক একই কথা সবাই বললেন, 'জনসমর্থন আসতে হবে জনগণের হৃদয় থেকে। আস্থা অর্জন প্রার্থীর নিজের যোগ্যতা। এ ব্যাপারে দল বা জোট সহায়ক মাত্র। যতো কিছুই হোক, সত্য সহজে মেনে নেয়ার মতো মানসিক জোর কোনো রাজনৈতিক দলেরই নেই। এ পরিস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের রেকর্ড প্রমাণ করছে, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখা সত্যিই কঠিন। প্রয়োজনীয় নির্বাচনী কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে সুষ্ঠু নির্বাচন। জনগণ আশাবাদী তাদের মূল্যায়নের সঠিক প্রতিফলন ঘটবে এই নির্বাচনে।

ব্যাক্তিগত বিজ্ঞাপন

পত্র মিতালীতে ইচ্ছুক- ঢাকার কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা লিখ। - রনি, বক্স নং-৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।

***

চাকরিজীবী ব্যাচেলর। মুক্তমনের মেয়েরা লিখতে পারেন। - শিপন, বক্স নং-৩৩৮, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

রাজশাহী শহরে বসবাসরত যেকোনো ধর্ম ও বর্ণের শিক্ষিত ও উদারমনা রমণীদের সঙ্গে বন্ধুত্বে আগ্রহী। বয়স-৩৭, সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত। ফোন বা যোগাযোগের ঠিকানাসহ লিখুন। পূর্ণ গোপনীয়তার নিশ্চয়তা রইলো। - মহিবুর রহমান, বক্স-৩৪২, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

জার্মান প্রবাসী

মনিরা ইসলামের

কবি গেলেন ছবির দেশে

চার রঙা প্রচ্ছদ

ছড়া কবিতায় ঠাসা

প্রকাশক : ঝিঙেফুল

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৯৮, ০১৭২৯৭৬৪০৯